**অক্ষির ত্রিদশালয়**

**কামরুল হাছান**

তোমার অক্ষি-যুগল যেন এক প্রেমের দুয়ার

বলে এসো এসো, এসো খুলে দ্বার

ঈক্ষণের পাঁপড়ি নয় যেন কান্তিমতী বহু নন্দিনীর নন্দিত হাসি

তবুও থাকে যেন তারা তমিস্রার অতলে, তোমার-ই বাঁকানো চাহনীর তরে।

বাঁকানো চাহনীতে কথা হয় যখন তোমাতে-আমাতে

বলে অন্তঃলগ্ন মিটিমিটি, কি বলে জানো!

কিবা কি শুনে শ্রোত্র! উলঙ্গ পাঁপড়ির চাহনীতে

দেখি স্বপ্নতরীতে হাজারও রম্য রমনী, করছে তারা রমণীয় স্মৃতির-গীতি।

তোমার কমলাক্ষময়ী অঙ্গনা বলে আসাড় পিয়াসের প্রনয়ী স্বরে

বলে এসো এসো, এসো খুলে দ্বার

এসো খুলে দ্বার আমার-ই প্রেমের দুয়ার।

তোমার সুচারু অক্ষি যেন ভূলোকের ভূধর কিবা উপ-অদ্রির ইন্দ্রালয়

পাই দেখতে দৃকেরও গহীনে; অন্তরীক্ষের-আচন্মিত্তের মনোরথের খোঁজ

যেন গহনের গহীনে দেখি, দেখি ঈশিত্বের শোভমান সুখ

বলে এসো এসো, আমার-ই প্রসূন ফোঁটা পাদপের তলে

একটু আসাড়ও কর- কর না! গন্ধবাহ বসুমতীর তরে।

ললিত আঁখি তোমার-ই, বলে তাহা মিটিমিটি

বলে চল চল জলনিধির পাঁড়ে চল

দেখ দেখ-ঐখানে দেখ, পয়োনিধির গহীনে তোয়নিধির অরণ্য

যেন অক্ষিতে দেখি তখনি মিটিমিটি-

প্রজাপতির হাজারও ইন্দ্রালয়ের আলেক্ষ্য, দেখি মোর ঈক্ষণের গহীনেরও গহীনে।

শুনো, তুমি আগন্তুক নও, তুমি মোর জীবনের মহী

তুমি শুধু সুনয়নাই নও, চন্দ্রমুখীর চেয়েও রূপসী

প্রিয়ংবদার স্বরে তুমি বাচস্পতি, তুমি প্রগলভা

মোর দেখা তুমিই রূপবতী অনসূয়া;

তোমার বাক্যবাণেও যেন পাই শুনতে,

শুনতে পাই সুস্মিতার শুচিস্মিতার সুরে কল্পমিশ্রিত নয়নাবিরাম গীতিকবিতা।

তোমার অক্ষি-যুগল যেন এক প্রেমের দুয়ার

বলে মিটিমিটি- এসো কবি এসো, এসো খুলে দ্বার

বলে চল চল জলনিধির পাঁড়ে চল

দেখ দেখ- ঐখানে দেখ, পয়োনিধির গহীনে তোয়নিধির অরণ্য

আর কত দেখবে আঁখি বলো! চল না যাই ইন্দ্রালয়ের তরে;

মৃদু হাসিমাখা-ঠোঁটে বলে কবি মিটিমিটি সুরে, যাব না হারিয়ে ইন্দ্রালয়ে

চেয়ে চেয়ে যাব হারিয়ে তোমারি অক্ষির ত্রিদশালয়ের তরে।

নবাবপুর

২৬/১০/১৬